রাষ্ট্রপতির ক্ষোভ অন্তর্বর্তী সরকারের আচরণে পদত্যাগে আগ্রহী সাহাবুদ্দিন

সংগৃহীত ছবি

রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন বলেছেন, ব্যক্তিগতভাবে তিনি পদ থেকে সরে দাঁড়াতে চান, তবে নির্বাচন শেষ না হওয়া পর্যন্ত দায়িত্বে থাকতে তিনি বাধ্য। অন্তর্বর্তী সরকারের আচরণ—বিশেষ করে দূতাবাসগুলো থেকে তার ছবি সরিয়ে ফেলা এবং প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে যোগাযোগহীনতা তাকে অপমানিত করেছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন জানিয়েছেন, তিনি মেয়াদের আগেই দায়িত্ব ছাড়তে প্রস্তুত, তবে সংবিধান তাকে আগামী জাতীয় নির্বাচন পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির পদে থাকার বাধ্যবাধকতা দিয়েছে। বৃহস্পতিবার রয়টার্সকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এই মনোভাব প্রকাশ করেন।

সাহাবুদ্দিন জানান, তিনি রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ানোর মানসিক প্রস্তুতি নিয়েছেন, কিন্তু নির্বাচন সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত পদ খালি রাখা রাষ্ট্রীয় স্থিতির জন্য ঠিক হবে না। তাই সংবিধান অনুযায়ী তিনি দায়িত্ব পালন করে যেতে চান।

LENS ASIA

অন্তর্বর্তী সরকারের আচরণ তাকে হতাশ করেছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। তার অভিযোগ, গত কয়েক মাস ধরে সরকার প্রধান ড. মুহাম্মদ ইউনূস তার সঙ্গে কোনো বৈঠক করেননি, যা রাষ্ট্রপতির পদকে অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলেছে।

রাষ্ট্রপতি আরও জানান, সেপ্টেম্বরে এক রাতে দেশের সব দূতাবাস ও মিশন থেকে তার সরকারি ছবি সরিয়ে ফেলা হয়। এই ঘটনাকে তিনি অত্যন্ত অসম্মানজনক হিসেবে বর্ণনা করেন। তার ভাষায়, এটি এমন বার্তা দেয় যেন রাষ্ট্রপতিকে ইচ্ছাকৃতভাবে অদৃশ্য করা হচ্ছে।

ঘটনার পর তিনি প্রধান উপদেষ্টাকে চিঠি পাঠিয়েও কোনো প্রতিক্রিয়া পাননি বলেও উল্লেখ করেন।

৭৬ বছর বয়সী মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন ২০২৩ সালে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।